সূচিপত্র

সবুজ সরণি	১১
বৈপরীত্য	১৭
জন্মই আজন্ম পাপ	২৪
সংশয়ে সংশয়	৩০
কৃতজ্ঞতা	৩৪
Whatsapp-এ একদিন	৪০
সিসিফাসের অ্যাস্কেলেটর	৪৪
লোকায়ত আচার-পার্বণ	৫১
ঝরাপাতা	৫৯
শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস	৬৮
হোক কলরব	৭৩
প্রতিমা বিসর্জন	৮১
নয়-ছয়	৮৮
আ ট্রিবিউট টু হকিং	৯২
গুরুদণ্ড	৯৮
সত্যায়ন	১০৩
জুটোপিয়া	১১১
এই রাত	১১৬
ড্রাইভিং লেসন	১২৩
মন্ত্রের সাধন	১৩০

সবুজ সরণি

মেয়েটার আইসক্রিম খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে এটা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তার। মনে মনে হাসতে হাসতে নিজের-হাতে-থাকা আইসক্রিমে কামড় বসাল দ্যুতি।

সহানুভূতির একটা হাত তার কাঁধে রেখে দ্যুতি বলল, "গণরুমে খুব কষ্ট বুঝি?"

"আপু! গরম, মশা, জায়গা কম..." একটানে অভিযোগ করে যেতে থাকল মেয়েটা।

চুপ করে পুরোটা শুনে গেল দ্যুতি। আসলে ফার্স্ট ইয়ারে অনেকেরই এমন অবস্থায় পড়তে হয়। হঠাৎ নতুন পরিবেশে দিশেহারা হয়ে যায় তারা। কোনো সিনিয়রের কাছ থেকে একটু আদর পেলে একদম বর্তে যায়।

অ্যাডমিশন টেস্টের সময়কার কথা। বাবার সঙ্গে কাকভোরে ক্যাম্পাসে ঢুকল মেয়েটা। কোনো স্টলে তখনও কেউ আসেনি। শুধু 'আজাদ সংঘে'র স্টলে ছিল দ্যুতিরা দু-চারজন। মেয়েটা এখানে এসেই জানতে চেয়েছিল কলা অনুষদ ভবন কোন দিকে। ভর্তি হয়ে হলে ওঠার একদিন পরেই ছুটে এসেছে তাদের পাঠচক্রে, সবুজ সরণিতে। পাঠচক্র শেষে এই মেয়েটাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে এসেছে দ্যুতি।

"আপু, আপনাদের সংগঠনটা আমার খুউব ভালো লেগেছে। আমি প্রত্যেক সপ্তায় আপনাদের পাঠচক্রে আসব।" আইসক্রিম শেষ করে মেয়েটা বলল।

এতে দ্যুতির যত-না ভালো লাগল, তার চেয়ে বেশি অপরাধবোধ জন্ম নিল ওর মনে। মানুষ যার কাছে দানাপানি পায়, তার দাস হয়ে যায়। সবুজ ভাইয়া তো এ কাজটা করতেই নিষেধ করত। এ লক্ষ্যেই তো 'আজাদ সংঘে'র গোড়াপত্তন। কেউ কারও দাস হবে না। সবুজ ভাইয়া মানুষটা ছিল প্রচণ্ড প্রথাবিরোধী। আজাদ মানে স্বাধীন, সেইসাথে এ দেশের একজন প্রথাবিরোধী মনীষীরও নাম। মনে পড়ে ফার্স্ট-সেকেন্ড ইয়ারের দিকে সবুজ ভাইয়ার সাথে তাদের দলবেঁধে গভীর রাতে ক্যাম্পাস চষে বেড়ানোর কথা। গিটারের টুংটাং আর গাঁজার ধোঁয়ায় সিদ্ধি লাভের স্মৃতি।

আবারও ফেল করে ভাইয়া যে বছর দ্যুতিদের ব্যাচমেট হয়ে গেল, সে বছরই তার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে খুব বেশি ভেঙে পড়ে। মৌলবাদীরা এ নিয়ে অনেক হাসি-ঠাট্টা করত বটে। ব্যক্তিগত বদভ্যাস আর আদর্শিক বিশুদ্ধতার পার্থক্যটা বদ্ধ মস্তিষ্কের মানুষরা বুঝবে কী করে? তাই সেটা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায়নি 'আজাদ সংঘ'। ওই মাসেই সবুজ ভাইয়ার মৃত্যু হয়। মানুষ মরে যায়, কিন্তু আইডিয়া বেঁচে থাকে। সবুজ ভাইয়ার লেগ্যাসি ধরে রেখে এখনও ক্যাম্পাসে মুক্তবুদ্ধির চর্চা জারি রেখেছে সংঘের সভ্যরা। নিয়মিত-অনিয়মিত মিলিয়ে সংঘের সদস্য এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। সাপ্তাহিক পাঠচক্রের জায়গাটাকে অফিসিয়ালি 'সবুজ সরণি' নাম দেওয়ার জন্য আন্দোলন করা হলেও কর্তৃপক্ষ সেটা কানে তুলেনি। মৌলবাদী আর তাদের ভাবশিষ্যরা জায়গাটাকে বিদ্রূপ করে ডাকে অন্য নামে।

"কেন? কী দেখে এত ভালো লেগেছে? মাত্রই তো একদিন আসলি।" প্রশ্ন করল দ্যুতি।

"এই যে আপনাদের আচরণ এত সুন্দর, সবাই এত ফ্রেন্ডলি..."

"ব্যস? এতটুকুই? আমাদের কোনো কাজ দেখে, কথা শুনে মনে প্রশ্ন জাগে নাই? বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা হয় নাই?"

মেয়েটা হয়তো ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে। কিন্তু দ্যুতির কাছে মনে হচ্ছে সে আদতে ঘাড়ত্যাড়া, ঠিক যেমনটা সংঘের সভ্যদের হওয়া উচিত। এখন ভয় পেয়ে চুপ করে আছে। এই ত্যাড়ামিটা বের করে আনলেই ব্যস! নতুন একজন সভ্য পাওয়া গেল।

"কারও কাছ থেকে আইসক্রিম খেয়েই বর্তে যাবি না, বুঝছিস?"

মেয়েটা চুপ।

"বুঝছিস?" আরও জোরে বলল দ্যুতি।

"জি, আপু।"

শেষ-হয়ে-যাওয়া আইসক্রিমের কাঠিটা একদিকে ছুড়ে ফেলে দ্যুতি বলল, "এখন বল, কোনো প্রশ্ন জাগে নাই?"

মেয়েটা চুপ করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "হ্যাঁ, জাগসে।"

"কর তা হলে।"

"আপনারা তো বলসিলেন, আপনারা অবিশ্বাসী।"

"হুম।"

"কিন্তু আবার বললেন মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, মানবাধিকারে, সমঅধিকারে বিশ্বাস করেন, ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন।"

"আচ্ছা।"

আলাপটায় আগ্রহ পাচ্ছে দ্যুতি। ফার্স্ট ইয়ারের একটা মেয়ে এত দ্রুত বিষয়গুলো ধরে ফেলবে, তা অনুমান করতে পারেনি আগে। ফাইনাল ইয়ারে ওঠা অনেক হাঁদারামের মাথায়ও এসব আসে না। নামে মাত্র মুক্তমনা হলে যা হয় আরকি।

"এগুলোও তো একেকটা বিশ্বাস না? মানে আমার যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে, এটার কি কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে? আপনার যে ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে, এইটা কি গাণিতিকভাবে প্রমাণ করতে পারবেন? বা পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের কোনোটা দিয়ে কি এইটা বোঝা যায়? কোন জিনিসটাকে প্রমাণ বলে ধরব? মানবাধিকারটাও তো আমাকে কেউ-না-কেউ দিবে। তারাই-বা আমারে অধিকার দেয়ার কে?" এটুকু বলে থামল সে।

"Go on." ভারি একটা কণ্ঠ শুনে পেছন ফিরে তাকাল দ্যুতি। রাশেদ এসেছে। তার সহযোদ্ধা, প্রেমিকও বটে। সেই সবুজ ভাইয়াদের সময় থেকে দুজন একসাথে আছে। ক্যাম্পাসের মোস্ট সিনিয়র হিসেবে বলতে গেলে সবুজ ভাইয়ার স্থানটাই ওর।

"আদাব, ভাইয়া।" বলতে বলতে উঠে দাঁড়াতে নিল মেয়েটা। রাশেদও বসতে বলল, দ্যুতিও এক কাঁধে চাপ দিয়ে তাকে বসিয়ে দিল। কাউকে অতিরিক্ত সম্মান দেখিয়ে ঈশ্বরের স্থানে তুলে ফেলাটা আজাদ সংঘের কোড অব কন্ডাক্টের সাথে যায় না।

চোখের সানগ্লাসটা খুলে দ্যুতির গা ঘেঁষে বসল রাশেদ। বলল, "হুম, বলতে থাক। আর কোন কোন জিনিসগুলা আসলে বিশ্বাস, যেগুলাকে আমরা অন্ধভাবে মানি?"

মেয়েটা আরেকজন সিনিয়রের সামনে ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলল, "জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র সবই একেকটা বিশ্বাস। ব্রিটিশরা মাটির উপর দাগ কেটে দিছে বলে একটা অংশকে হিন্দুস্তান, আরেকটা অংশকে পাকিস্তান বলে বিশ্বাস করা। আবার জিন্না যে জায়গাটাকে পূর্ব পাকিস্তান বলে বিশ্বাস করত, আমরা সেই জায়গাটাকে বাংলাদেশ বলে বিশ্বাস করি।"

দ্যুতি বোঝার চেষ্টা করল মেয়েটা বুঝেশুনে বলছে কি না, "কেন? এখানে তো আমরা সবাই বাংলা বলি। তো?"

"পশ্চিমবঙ্গের লোকেরাও তো বলে, না? নাকি ওদেরটা বাংলা না?" এবার একদম পাক্কা ঘাড়ত্যাড়ার মতো করে বলল মেয়েটা।

দ্যুতি আর রাশেদ মিটিমিটি হাসতে হাসতে চোখাচোখি করল। এই তো বের হচ্ছে।

মেয়েটা বলে যাচ্ছে, "পাহাড়ি আদিবাসীরা বাংলা বলে? চট্টগ্রামের বাংলাটা কি বাংলা? সিলোডের-টা? তো ম্যাপ চেইঞ্জ হয় না কেন? কোনো কারণ নাই। আমরা বিশ্বাস করি এই জায়গাটার নাম বাংলাদেশ, তাই বাংলাদেশ। সব দেশের ক্ষেত্রেই একই কথা খাটে।"

"এই তো মেয়েটার মুখ চালু হচ্ছে।" ভাবল দ্যুতি।

পকেট থেকে বেনসনের একটা শলা বের করতে লাগল রাশেদ। দ্যুতির ডান হাতটাও তার পার্সে চলে গেল। রাশেদ ঠোঁটে সিগারেট বসানোমাত্রই লাইটার দিয়ে তাতে আগুন দিল দ্যুতি। তারপর লাইটারটা রেখে দিল পার্সে। আড়চোখে দেখল মেয়েটার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়।

নাক-মুখ দিয়ে একপশলা ধোঁয়া ছেড়ে রাশেদ বলে চলল, "এইবার বাকিগুলা বল। গণতন্ত্র কেন একটা বিশ্বাস?"

মেয়েটা বলতে শুরু করল, "রাজা সব ক্ষমতার মালিক, এটাও যেমন বিশ্বাস, জনগণ সব ক্ষমতার মালিক, এটাও বিশ্বাস। কোনো ল্যাবরেটরিতে এগুলা প্রমাণ করা সম্ভব না। রাষ্ট্র থেকে ধর্ম আলাদা থাকতে হবে, এই কথাটাও একটা বিশ্বাস, মানে নিজেই একটা ধর্ম। কার্ল মার্ক্স বলসে ধর্ম হলো আফিম..."

"জনতার আফিম।" দ্যুতি সংশোধন করে দিল।

"ও হ্যাঁ, স্যরি। জনতার আফিম। কিন্তু উনি নিজে যেই মতাদর্শ প্রচার করে গেসেন, সেইটাও ধর্ম। তাই তিনি নিজেও আফিম ডিলার।"

এই বলে মেয়েটা চুপ হয়ে যাওয়ায় রাশেদ বলল, "আর?"

"উমম...এই তো। আর তো জানি না।"

রাশেদ পকেট থেকে একটা ১০০ টাকার নোট বের করে চোখের সামনে ধরল। বলল, "এইটা আরেকটা বিশ্বাস। কোটি কোটি মানুষ মিলেমিশে এইটার মূল্যমানে বিশ্বাস করে। হঠাৎ একদিন যদি এই কোটি কোটি মানুষ এইটার উপর ঈমান হারায়া ফেলে, তা হলেই শেষ! ওই মুহূর্ত থেইকা এইটা একটা কাগজের টুকরা ছাড়া আর কিছু না। সোনা-রুপা-কড়ি-কয়েন, সবগুলার ব্যাপারেই একই কথা।"

দ্যুতি আবারও মেয়েটার দিকে তাকাল। চোখ ছানাবড়া হয়ে চোয়াল ঝুলে পড়েছে তার। বলল, "আসলেই তো!"

দ্যুতি জানাল, "তার মানে কিছু কিছু বিশ্বাসের দরকার আছে। সবাই মিলে কিছু একটায় বিশ্বাস করাটা সামাজিক...আই মিন দলবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য দরকারি।"

মেয়েটা কিছুক্ষণ ভেবে তুড়ি মেরে বলল, "মনে পড়সে! এইসব ধর্মও তো কেউ-না-কেউ প্রবর্তন করসে।"

দ্যুতি বলল, "অবশ্যই। আমরা জাইনা বা না-জাইনা ওই ধর্মপ্রবর্তকদের দাস হইয়া আছি।"

"তা হলে আপু, আপনাদের এত পাঠচক্র, মুক্তচিন্তা, প্রথাবিরোধিতা..."

"কারণ," দ্যুতি বলল, "আমরা বুঝেশুনে একটা ধর্ম বেছে নিসি। বাপ-দাদা যেসব কেতাব পড়ত, সেগুলা চোখ বন্ধ করে মানি নাই। নিজেরা একটা কিতাব লিখে সেটারে আসমান-থেকে-আসা বাণী বলে দাবি করি নাই। সন্ধানী সেন, কিছু একটাতে বিশ্বাস করাই লাগে। তুইও করবি। তবে যা-ই বিশ্বাস করবি, বুইঝা শুইনা করবি।"

"জি আচ্ছা।" বলল সন্ধানী নামের মেয়েটা।

"যা," রাশেদ বলল, "তোর আজকের দীক্ষা কমপ্লিট।"

দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে গেল সন্ধানী। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে সাইকেলের সামনের ক্যারিয়ারে রাখল। তারপর প্যাডেল মেরে হলের দিকে রওনা দিল।

রাশেদের হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে একটান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দ্যুতি বলল, “You knew this day will come.”

“হুম। আসুক, সমস্যা নাই। তিন-চার বছর ধরে কয়েকটা গরু-ছাগল আসছে-গেছে আমাদের সংঘে। সবাইই হুজুগের নাস্তিক, বিজ্ঞানপূজারি। একজন বুঝ-জ্ঞানওয়ালা মেম্বার আসুক। নাইলে তো সংঘটারে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না কয়েক বছর পর।”

বৈপরীত্য

ঠাকুরের মূর্তির সামনে হাতজোড় করে অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করছিলেন কল্যাণী। মোবাইল ফোনের বিকট শব্দে চমকে উঠলেন, আশ্বস্তও হলেন খানিকটা। স্ক্রিনে Sonu নাম উঠে আছে। বাম হাতের মুঠোয় ফোনটা ধরে রেখে চোখ ছোটো ছোটো করে কিপ্যাডের দিকে তাকালেন। তারপর ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে দেড় সেকেন্ড চেপে ধরে রাখলেন সবুজ টেলিফোনের ছবিযুক্ত বোতামটা। এরপর মোবাইলটা কানে লাগিয়ে বললেন, "হ্যালো?"

ওপাশ থেকে শোনা গেল, "মা, আমি ক্যাম্পাসে পৌঁছেছি এক ঘণ্টার মতো হলো।"

ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভঙ্গিতে দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে আবার ফোন কানে লাগালেন কল্যাণী। বললেন, "নেমে কিছু খাওয়াদাওয়া করেছিস তো, সোনু?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ক্যান্টিনে খেয়ে নিয়েছি।"

"ক্লাস-না দশটায়? দশটা তো প্রায় বাজে, মা। যাসনি?"

"...হ্যাঁ? হ্যাঁ, ক্লাসেই তো এখন। স্যার আসেননি এখনও, মা। শুনছ-না চারদিকে চ্যাঁচামেচি?"

কল্যাণী বিদায় বলতে নিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। ভালো করে কান পেতে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর বললেন, "অ্যাই! অঙ্ক নিয়ে দুটো মেয়ে কথা বলছে কেন? এরা নিশ্চই তোর গণরুমের বান্ধুবি? সত্যি করে বল তো মা। পৌঁছতে দেরি হয়েছে?

ক্লাসে যেতে পারিসনি, তাই না?”

ওপাশ থেকে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলার শব্দ হলো। আওয়াজ এল, “হুম। মাত্রই হলে ঢুকলাম। গোসল করে খেয়েদেয়ে টাইম থাকলে ক্লাসে যাব। ডাবল স্লট তো।”

কল্যাণী বললেন, “সোনু, একটা কথা বলি শোন। স্রষ্টা কোটি কোটি মানুষের জীবনের গল্প লিখেছেন। কিন্তু কোথাও এতটুকু গোঁজামিল নেই, বুঝলি? এর ভেতরে কেউ যদি নতুন করে গল্প বানায়, এতে অনেক স্ববিরোধিতা থাকে।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শব্দ করে হেসে সন্ধানী বলল, “আর গল্পের ভেতরে থাকে মায়েদের মতো কিছু ক্যারেক্টার, যারা বানানো গল্পের ভুল ধরতে ওস্তাদ।”

কল্যাণীও হেসে ফেললেন, “এখন বিশ্রাম নে। খারাপ লাগলে আজ আর ক্লাসে যাওয়ার দরকার নেই।”

***

“তারপর আমি আর এইটা নিয়ে কোনো কথা তুলি নাই।” পাশ ফিরে নুসরাতকে কথাটা বলতে গিয়েই ইলমা খেয়াল করল পেছনের বেঞ্চে সন্ধানী বসা। ইলমাকে তাকাতে দেখে হাত নাড়ল ও।

ইলমা বলল, “কী রে? পাঁচ মিনিটের জন্য ক্লাস করতে আসলি?” কথা শুনে নুসরাতও পেছন ফিরে সন্ধানীকে দেখে “হাই” বলল।

সন্ধানী বলল, “আসলাম।”

সেমিস্টার ব্রেকের অল্প ছুটিতে বাড়ি যায়নি অনেকেই। ক্লাসফাঁকিবাজ আর ঘরপাগল সন্ধানী ঠিকই বাড়ি থেকে একচোট ঘুরে এসেছে। ক্লাসের অল্প কিছুক্ষণ বাকি ছিল। শেষ হওয়ার পর সন্ধানী গিয়ে ক্লাসের অন্য ফ্রেন্ডদের সাথে কুশল বিনিময় করতে লাগল। ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল ইলমা।

সন্ধানী বলল, “চইলা যাবি?”

“ভার্সিটির বাসে করে যাব ভাবতেসিলাম। কিন্তু এখনও তো অনেক দেরি।”

“আজকে আমাদের পাঠচক্র আছে। চল আমার সাথে। ওইখানে কিছুক্ষণ থেকে ক্যান্টিনে গিয়ে লাঞ্চ করে বাসে উঠে যাস।”

"কই যাবি? গাঞ্জা চত্বরে?" সন্ধানির পাশে এসে কিছুটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল কাব্য।

"হুম। তুই যাইবি গাঞ্জা খাইতে?"

কাব্য স্টাইল করে বলল, "ওইসব গড়ীবরা খায়। আমাড় তো জ্যাক ড্যানিয়েলস না হলে চলেই না!"

"আহারে!" প্রায় একইসাথে বলে উঠল ইলমা আর সন্ধানী।

"তোর জন্য বাংলা মদ বানায়া দিব, চল।" সন্ধানী বলল।

টিপু এসে যোগ দিল, "বাংলা নিয়া কথা হচ্ছে? আমি খাব। চান্দা কত?"

"ভাত জোগাড় কর। চান্দা লাগবে না।"

ইলমা মাঝখান দিয়ে বলল, "সন্ধানী, তুই যা। আমি না হয় ডিপার্টমেন্টেই থাকি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাইস না, ইলমা।"

টিপু বলল, "একদম নাস্তিক হইয়া যাইবি।"

"আরে ধুর! আস্তিক-নাস্তিক ব্যাপার না। আমার এমনিই অত দূর যাইতে ভাল্লাগতেসে না।"

"কী আর করা। আমিই যাই। ফ্রান্স, টাটা।"

ইলমা দেখল তার ফ্রেন্ড সার্কেলের সবাই যার যার গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। খানিক ভেবে ডাক দিল, "সন্ধানী, দাঁড়া।"

সন্ধানী তার জন্য থেমে অপেক্ষা করল। কাছে এলে বলল, "তুই চিন্তা করিস না। এখানে কেউ কাউকে নাস্তিক বানায় না। জাস্ট বইটই পড়ার পর সেগুলা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে।"

"না, আমার সমস্যা নাই।"

"রিকশা নিব?"

"হাঁটি, চল।"

ক্যাম্পাসের ভেতরের পথ ধরে সবুজ সরণির দিকে যেতে লাগল দুজন। কিছুদূর হাঁটার পর একটা ছোট্ট গোলাপের চারা দেখিয়ে সন্ধানী বলল, "ইলমা দ্যাখ, এইটা আমার লাগানো।"

"অনেক সুন্দর।" ইলমা হেসে বলল।

আবার হাঁটতে শুরু করল তারা। একটু পর সন্ধানী বলল, "অনেকদিন পরে যাইতেসি রে। ফার্স্ট সেমিস্টারেও অত বেশি যাই নাই। প্রথম প্রথম মজা লাগত, যাইতাম। এরপর যখন প্রত্যেক দিন ইয়া মোটা মোটা বই পড়ার অ্যাসাইনমেন্ট দিতে লাগল, তখন মানে মানে কেটে পড়লাম।"

"বই পড়া আর তুই? আনপসিবল কম্বিনেশন।" হাসতে হাসতে বলল ইলমা।

"কম হইলে পড়া যায়। ধর দিনে আধা ঘণ্টা। কিন্তু এরা কেমনে জানি ২৪টা ঘণ্টা বই নিয়া থাকে। আরে নর্মাল কথাবার্তাই ওই দার্শনিক ব্যাটাগুলা এত কঠিন কঠিন ভাষায় বলে, আমার কাছে ইউজলেস লাগে। অন্যদের কাছে শুনার পর আমি দার্শনিকদের কথায় ভুল ধরি। আর ওরা আমারে পঁচায়। বলে—সার্ফেস লেভেলের জ্ঞান দিয়ে এত পণ্ডিতি দেখাইস না। উনাদের বইগুলা মন দিয়া পড়, তারপর পণ্ডিতি করিস। এই কথা শোনার পর থেকে এইসব অ্যাসাইনমেন্টের দিনে আর মিটিং অ্যাটেন্ড করি না। যেদিন সিনিয়ররা খালি নাস্তা খাওয়ায়, শুধু ওইদিন যাই।"

"তো আজকেও কি নাস্তা খাওয়ার ডেট নাকি?"

"জানি না। গিয়ে দেখি কী হয়।"

***

"আরে, ম্যাডাম! কতদিন পর!" সন্ধানীর দিকে তাকিয়ে বলল লম্বা-চওড়া একটা ছেলে।

সন্ধানী সবার সাথে হাই-হ্যালো করছে। আর একদিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ইলমা। অস্পষ্ট করে শুনতে পেল সন্ধানী একজনকে আস্তে করে বলছে, "আমার ডিপার্টমেন্টের ফ্রেন্ড।"

অন্যজন আরও নিচু গলায় সন্ধানীকে জিজ্ঞেস করল, "ফ্রিথিংকার?"

সন্ধানীও নিচু গলায় বলল, "ফ্রিথিংকার না, তবে অত ধার্মিকও না। মুসলমান ফ্যামিলির।"

"ওহ। আচ্ছা ব্যাপার না।"

একজন একজন করে সংঘের সবাই পরিচিত হয়ে নিল ইলমার সাথে। মামুন নামের ছেলেটা বলল, "Make yourself feel at home."

ইলমার ভালোই লাগছে। প্রায় সবাই সিনিয়র হলেও বেশ ফ্রেন্ডলি। ব্যাচমেটরাও আন্তরিক। বিশেষ-করে ফিজিক্সের কানিজ আর বায়োকেমিস্ট্রির নাবিলা। খালি সবাই কথায় কথায় গালাগালিটা একটু বেশি করে আরকি। নির্দোষ গালাগালি।

"এটাই তা হলে সেই বিখ্যাত গাঞ্জা চত্বর ওরফে সবুজ সরণি।" ভাবল ইলমা।

আগেও দু-একবার এখান দিয়ে আসা-যাওয়া করেছে, তবে পাঠচক্রের সময় না হওয়ায় তখন জায়গাটা নীরব ছিল। সিমেন্ট দিয়ে বানানো বসার জায়গায় গোল হয়ে বসে আছে পনেরো জনের মতো।

"রাশেদ ভাইয়ারা কই, মামুন ভাই?" সন্ধানীর জিজ্ঞাসা।

"আজকে আসতে পারবে না, দ্যুতি আপুও না। গ্রুপে পোস্ট দিছিল। দেখিস নাই?"

"না, ভাই। এই পুরা ভ্যাকেশনে আর গ্রুপে ঢোকার সুযোগ হয় নাই।"

"আজকে আমি ভারপ্রাপ্ত সঞ্চালক।"

"অনেক ভার, তাই না মামুন ভাই?" নাবিলা বলল।

"হুমমম। ভারে একদম ঘাড়ব্যথা করতেছে...ও! সন্ধানী তো মনে হয় তাইলে আজকের টপিকও জানিস না।"

সন্ধানী এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল।

"আজকে একেকজন একেক ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করে আসার কথা।"

আরেজনক সিনিয়র ভাই বলল, "ধর্মগুলার পরস্পরবিরোধী দুইটা এলিমেন্ট নিয়ে কথা বলবে প্রত্যেকে।" অন্যদের মুখ থেকে ইলমা জানতে পেরেছে তার নাম প্রদীপ।

"তোর তো প্রস্তুতি নাই মনে হয়?" বলল মামুন ভাই।

ইলমা কৌতূহল নিয়ে সন্ধানীর দিকে তাকাল। সন্ধানী ঠোঁট উলটে আবারও ডানে-বামে মাথা নাড়ল।

"ব্যাপার না," প্রদীপ দা' বলল, "তোর হিন্দুইজম নিয়েই কিছু বলিস।"

"ওকে সাইলেন্স!" নিজেদের মধ্যে কথা-বলতে-থাকা কয়েকজনকে থামাল মামুন

ভাই, "রুলস শোন সবাই। প্রত্যেকে সর্বোচ্চ তিন মিনিট কথা বলতে পারবি। সবার বলা শেষ হলে ফিডব্যাক সেশন হবে। কার বক্তব্যে কী কী লজিক্যাল ফ্যালাসি ছিল, সেগুলাই শুধু ফিডব্যাক সেশনে আসবে। কে কী ঠিক কথা বলসে, সেগুলা নিয়ে কোনো প্রশংসা করা যাবে না। আমার বাম দিক থেকে একজন একজন করে বলা শুরু করবে সিরিয়াল অনুযায়ী। রেডি?"

ইলমা উসখুস করতে শুরু করল। একবার চুল ঠিক করছে। একবার হাতের আংটিটা ঘোরাচ্ছে। পার্স থেকে ফোন বের করে লক খুলে আবার লক করছে। ইন্টারনেটে ধর্ম নিয়ে ক্যাঁচাল এমনিতেই এড়িয়ে চলে সে। মাঝে মাঝে মন ভালো থাকলে নামাজ-কালাম পড়ে, রমজানে রোজা রাখে। এখন নিজের ধর্মের সমালোচনা শোনা লাগবে, এটা সহজভাবে নিতে পারছে না সে।

সন্ধানী সম্ভবত বিষয়টা খেয়াল করল। বলল, "মামুন ভাই, আমার ফ্রেন্ড তো লাঞ্চের পরপর ভার্সিটির বাসে বাসায় যাবে। আমার স্লটটা পারলে একটু আগায়ে দিয়েন।"

"আমার টাইম আছে, সমস্যা নেই।" ইলমা বলতে নিল।

মামুন ভাই বলল, "না, না, শুনো। তোমার এই বান্ধুবি এমনিতেই ফাঁকিবাজ।" সন্ধানীর দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, "কিন্তু কারও কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করা আমাদের স্বভাব না। সন্ধানী, তুই আগে কাজ শেষ করে ওকে নিয়ে চলে যা। এরপর আবার আমার বাম দিক থেকে সিরিয়াল বাই আলোচনা শুরু হবে। সন্ধানী, স্টার্ট।"

পাঠচক্রের রুলস অনুযায়ী কোনো ভণিতা না করেই সরাসরি বক্তব্যে চলে গেল সন্ধানী, "ওকে। অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা আর সমঅধিকার। এই দুইটাকে এই যুগে একদম axiomatic truth ধরা হয়। অথচ এই দুইটা একদমই পরস্পরবিরোধী। অ্যাবসোলিউট সেন্সে কখনোই এই দুইটা জিনিস একসাথে প্রয়োগ করা যাবে না। সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হলে তাদের অবাধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা লাগবে, যারা অন্যদের চেয়ে কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে আগায়ে আছে। ধরেন, বড়োলোক। বর্তমান পুঁজিবাদী সিস্টেমে তাদের টাকা খরচ করার স্বাধীনতায় যদি বাধা দেয়া না হয়, তারা অলওয়েজ গরিবদের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করবে। আবার পরীক্ষার হলে সবাইকে সমান অধিকার দিতে গেলে মুসলমান মেয়েরা হিজাব পরার অধিকার হারাবে, কারণ ভিতরে ইয়ারফোন থাকতে পারে। এইরকম অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় অবাধ স্বাধীনতা আর সমান অধিকার একটা আরেকটার সাথে কনট্রাডিক্ট করে।"

কথা শেষ করে মামুন ভাইয়ের দিকে তাকাল সন্ধানী। ইলমা খুবই অবাক হয়ে গেছে। ধর্মের পরস্পরবিরোধী এলিমেন্ট নিয়ে আলোচনা বলতে সে অন্যকিছু বুঝেছিল। অন্য সবার চেহারায় রাগ আর বিরক্তি দেখে বুঝল অন্যেরাও তা-ই ভাবছিল।

"দুই পাতা হারারি পইড়া আইসা এখন পণ্ডিতি ফড়াইতেছে।" এক সিনিয়র ভাই বলল, যার নাম ইলমা ভুলে গেছে।

"ধর্ম নিয়া আলাপ করার কথা। সে কোন ধর্মের এলিমেন্টস নিয়া কথা বলল, সেটাই তো বুঝলাম না।" বলল আরেক আপু, ক্যামেলিয়া না কী যেন নাম।

"লিবারেল হিউম্যানিজম!" কণ্ঠ উঁচু করে বলল সন্ধানী।

মামুন ভাই বলল, "এইটা কি ধর্ম?"

সন্ধানী আরও জোরে বলল, "এইখানে আপনাদের মধ্যে কমপক্ষে দশজনের এফবি-তে রিলিজাস ভিউর জায়গায় হিউম্যানিজম লেখা আছে।"

"এই তো হুদাই ত্যানা প্যাঁচাইতে শুরু করলি।" মামুন ভাই আবার বলল, "কীসের সাথে কী মিলাস?"

সন্ধানী চটে যাচ্ছে। তার এই চটে যাওয়াটাই ভয় লাগে ইলমার কাছে। সন্ধানী ভুল কী বলেছে, তা বুঝতে পারছে না ইলমা। কিন্তু এত স্বল্পপরিচিত কয়েকজন মানুষের মাঝে কিছু বলার সাহসও পাচ্ছে না।

ইলমার হাত খামচে ধরে তাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সন্ধানী। বলল, "You know what? রাশেদ ভাইদের মতো আপনারা কেউই আসলে খোলামেলা চিন্তা করতে পারেন না। এজন্যই ওনারা দুইজন ছাড়া বাকিদের সাথে আমার ঝগড়া লাগে। এইজন্যই আমি আসতে চাই না।"

একটা রিকশা ডাক দিয়ে ইলমাকে নিয়ে হলের দিকে রওনা দিল সন্ধানী। সন্ধানীর সাথে কাটানো বাকিটা সময়ে এ নিয়ে আর একটা কথা তোলারও সাহস হল না ইলমার।